17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 1 4 1999 ...
পৃঃ ৬ কলাম ২.....

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রসঙ্গে

কিশোরগঞ্জ সদর থানার তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ চৌদ্দশত, ধোলাই ও কর্শাকড়িয়াইলের ৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকায় বাংলাদেশ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবার জন্য শিক্ষা প্রসার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত করে। এ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে মাসিক প্রতিজন ১৫ কেজি গম বা ১২ কেজি চাল মাস্টার রোলের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করে আসছে। এর বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতিপয় সরকারি কর্মচারী, স্কুল কমিটির সভাপতি প্রধান শিক্ষক পরস্পর যোগ-সাজশে নানা রকম অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি আশংকাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলছে বলে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের একাধিক অভিযোগে জানা গেছে।

প্রাপ্ত অভিযোগগুলো হলোঃ এক, ৩৯টি স্কুলের কনটিনজেন্সি ও খাদ্য পরিবহনের বরাদ্দকৃত সাকুল্য টাকা টিএনও অফিস ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করে। দুই, স্ব স্ব স্কুলের সভাপতির কাছ থেকে বরাদ্দ টাকার শতকরা ১৫% ও রেভিনিও স্ট্যাম্প বাবদ ৭০ টাকা, প্রধান শিক্ষকদের মাসোহারা ১শ' ৫০ টাকা জোরজবরদস্তি করে রশিদবিহীন চাঁদা হিসেবে বিল কেটে রাখে। তিন, বিলের বাদবাকি টাকা কেরানি তার সুবিধামত সময়ে কিস্তিতে প্রদান করে। চার, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে প্রতি ডি,ওতে ১৫ টাকা সালামি রাখে। পাঁচ, খাদ্য গুদামে মাল বাবুকে (বিলক্লার্ক)কে প্রতি ডি,ওতে ১০ টাকা, দারোয়ানকে ৫ টাকা, কুলি চার্জ প্রতিটন (রশিদ ছাড়া) ৪০ টাকা থেকে ৭০ টাকা, কুলি সর্দারকে ৫-১০ কেজি চাল/গম, কয়ালকে ১০-১৫ টাকা দিতে হয়। ছয়, ডেলিভারির জন্য অপেক্ষমাণ যানবাহনের পাশে দাঁড়ানো অবাঞ্ছিত কুলিদের দৌরাত্ম্য আরো চরম। এসব দৃশ্য অবলোকন করা যায়। কিন্তু প্রতিকারের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।

মাসকয়েক পূর্বে বিভিন্ন স্কুলের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, থানা শিক্ষা অফিসারবৃন্দের [illegible] অব্যবস্থা ও দুর্নীতির ব্যাপারে টিএনও সাহেবকে অবহিত করা হলে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন এবং সংশ্লিষ্ট কেরানিকে ডি,ও ইস্যুর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট স্কুলের নামে ক্রস চেক ইস্যু করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তথৈবচ। জনৈক সভাপতি ইব্রাহিম খলিল অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যে, তিনি এহেন চক্রের প্যাঁচে পড়ে তার ১৭৭০ টাকা বিলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে টাকা দিয়ে নগদ গ্রহণ করেছেন মাত্র ৫শ' টাকা। অনেক সভাপতি আয়ের চেয়ে ব্যয়ের হার বেশি বলে জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আশু তদন্ত ও প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণই শিক্ষানুরাগীদের কামনা।

মাহমুদা শাহীন হোসাইনী
সমাজকল্যাণ বিভাগ
গুরুদয়াবান সরকারি কলেজ
কিশোরগঞ্জ।